তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৫৫

সৌদি প্রবাসী বাংলাদেশিদের সৌদি আরবে যাওয়ার

সুবিধার্থে ফ্লাইট সংখ্যা বাড়ানোর আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন করোনা মহামারির কারণে আটকেপড়া সৌদি প্রবাসী বাংলাদেশিদের সেদেশে ফেরত যাওয়ার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় ফ্লাইট সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সৌদি আরবকে অনুরোধ করেন।

মন্ত্রী আজ সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান আল সৌদের (Prince Faisal Bin Farhan Al- Saud) সাথে ফোনে আলাপকালে এ অনুরোধ করেন।

এ সময় ড. মোমেন ইকামার মেয়াদ বৃদ্ধি ও ভিসা প্রদানে সৌদি আরবের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। বিমান বাংলাদেশ ফ্লাইট চলাচলে অনুমতি দেওয়ায় সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

একই সাথে দাম্মাম রুটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট চলাচলের অনুমতি প্রদানের জন্য সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বর্তমানে রিয়াদ, মদিনা ও জেদ্দায় বাংলাদেশ বিমান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

#

তৌহিদুল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২২৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৫৪

অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের মৃত্যুতে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দের শোক

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবর্গ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

আজ পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুম অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের; কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক; তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক; অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল; পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন; পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান; শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন; বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক; খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার; বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি; সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী; রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান; ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার; প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ; পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ।

এছাড়াও শোক প্রকাশ করেছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার; যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ; সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু; শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান; নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন; পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্রিয়ার আলম; তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান; গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ; সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান; বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেছা।

#

নাছের/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২২৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৫৩

দেশের পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করতে যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করা হবে

-- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

দেশের পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করতে যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল। তিনি বলেন, পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশ এক অপার সম্ভাবনার দেশ। সবুজ শ্যামল প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এ দেশের রয়েছে পাহাড়, সাগর, নদী ও বন। আর তাই পর্যটন শিল্পের এ অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে দেশের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করতে কাজ শুরু করেছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। তিনি বলেন, যুবদের প্রশিক্ষিত করতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক হোটেল ম্যানেজমেন্ট, টুরিস্ট গাইড, হাউজকিপিং, ফুড এন্ড বেভারেজ, কমিউটিকেটিভ ইংলিশ ইত্যাদি কোর্স চালু করা হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২০ উদ্যাপন উপলক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক অনলাইনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এবারের বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে ‘পর্যটন ও গ্রামীণ উন্নয়ন’।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে। রূপকল্প বাস্তবায়নের প্রধান হাতিয়ার শক্তিশালী অর্থনীতি। বাংলাদেশের সমৃদ্ধ অর্থনীতির মূল যোগানদাতা কৃষি, গার্মেন্টস এবং রেমিটেন্স। কিন্তু কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে যখন সারা বিশ্বের অর্থনীতি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং জিডিপির হার ঋণাত্মক তখন বাংলাদেশের অর্থনীতিকেও সেই ধাক্কার সামাল দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আর তাই বাংলাদেশকে এখনই অর্থনীতির নতুন জানালা খুঁজতে হবে এবং সেটি হতে পারে পর্যটন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট প্রজ্ঞার সাথে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছেন। এ খাতে তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিয়ে চলেছেন যার ফলে গত বছরগুলোর তুলনায় পর্যটন খাতে বর্তমান অর্থ বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ এর বেশি । বিশ্ব পর্যটনের তালিকায় বাংলাদেশ ১৪০টি দেশের মধ্যে ১২০তম স্থানে উঠে এসেছে, যা এইখাতে বাংলাদেশের উজ্জ্বল সম্ভাবনার স্বাক্ষর।

SDG Gool-8 অর্থাৎ শোভন কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পর্যটনের এই বিশাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী।

এ সময় জুম সংলাপে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আখতারুজ জামান খান কবিরের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রাখেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আখতার হোসেন, গাজী টিভির এডিটর ইন চিফ সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, ইন্ডাস্ট্রি স্কিল কাউন্সিল ফর ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি এর সিইও মহিউদ্দিন হেলাল। অনুষ্ঠানে দেশের সকল জেলার যুব অধিদপ্তরের উপপরিচালকগণ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বক্তারা দেশের উন্নয়নে পর্যটনকে শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

#

আরিফ/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৫২

**আগামীকাল আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর):

আগামীকাল আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২০। দিবসটির এবছরের প্রতিপাদ্য ‘সংকটকালে তথ্য পেলে জনগণের মুক্তি মেলে’।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে ঢাকায় আগারগাঁওয়ে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান এবং তথ্য সচিব কামরুন নাহার। সভায় সভাপতিত্ব করবেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ।

বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত এই ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় জুম মিটিংয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টরা সংযুক্ত হতে পারবেন।

#

ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬৫১

**অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট মাহবুবে আলমের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতির শোক**

বঙ্গভবন (ঢাকা), ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট মাহবুবে আলমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ।

আজ এক শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেন, মরহুম মাহবুবে আলম বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা পরিচালনায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন একজন প্রথম সারির যোদ্ধা। তার মৃত্যু বাংলাদেশের আইন অঙ্গনে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

রাষ্ট্রপতি মরহুম মাহবুবে আলমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

ইমরানুল/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬৫০

**রাষ্ট্রপতির সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনারের বিদায়ি সাক্ষাৎ**

বঙ্গভবন (ঢাকা), ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলী দাস আজ বঙ্গভবনে বিদায়ি সাক্ষাৎ করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে সড়ক, রেল, নৌ ও আকাশপথে যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও কলকাতা থেকে নৌপথে পরীক্ষামূলকভাবে পণ্য পরিবহনের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে দু’ দেশ বহুমাত্রিক যোগাযোগ সম্প্রসারিত করবে এবং সহযোগিতার প্রতিটি ক্ষেত্রকে কাজে লাগাতে উদ্যোগী হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত-বাংলাদেশ নিকটতম প্রতিবেশী এবং বিশ্বস্ত বন্ধু। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে যার যাত্রা শুরু, বর্তমানে তা অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। রাষ্ট্রপতি করোনাকালে বিভিন্ন স্বাস্থ্য ও মানবিক সহযোগিতার জন্য ভারতের সরকার ও জনগণকে ধন্যবাদ জানান।

ভারতের বিদায়ি হাইকমিশনার বলেন, ভারত বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ককে সবসময় গুরুত্ব দেয়। তিনি বলেন, করোনাকালে বাংলাদেশের সাথে নৌ ও রেলপথে পণ্য পরিবহনে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে যা বাণিজ্য-বিনিয়োগ সম্প্রসারণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। বিদায়ি হাইকমিশনার দায়িত্ব পালনকালে সার্বিক সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন ও সচিব (সংযুক্ত) মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইমরানুল/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/২০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৪৯

প্রধানমন্ত্রী করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্যখাতকে নিরন্তর সহায়তা করে যাচ্ছেন

--স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘করোনা মহামারির ফলে দেশের সংকটকালে স্বাস্থ্যখাতকে কাজের উৎসাহ দেবার পরিবর্তে যখন কিছু মানুষ স্বাস্থ্যখাতকে ঢালাওভাবে সমালোচনা করে যাচ্ছিলেন ও চিকিৎসা সেবায় যুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছিলেন তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাস্থ্যখাতকে নিরন্তর সহায়তা করেছেন, কাজে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনিই বিশ্বের প্রথম নেতা যিনি এই মহামারিতে চিকিৎসা কর্মীদের প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। ভ্যাকসিন কোথাও প্রস্তুত হলে তা যেন আগেই আনা যায় তার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যেই অর্থ মন্ত্রণালয়কে যখন প্রয়োজন তখনই অর্থ বরাদ্দ দিতে বলে রেখেছেন।’

মন্ত্রী আজ রাজধানীর ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলের বলরুমে বাংলাদেশ মেডিসিন সোসাইটি আয়োজিত ‘শতাব্দীর মহামারি, বাস্তবতা ও আমরা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ মেডিসিন সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর বিল্লাল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব আব্দুল মান্নান, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব আলী নূর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশিদ আলম, জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটির সভাপতি প্রফেসর শহীদুল্লাহ, স্বাচিপ সভাপতি প্রফেসর ইকবাল আর্সেনাল, মহাসচিব প্রফেসর এম এ আজিজ, বিএমএ মহাসচিব প্রফেসর এহতেশামুল চৌধুরী, ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ খান আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মেডিসিন সোসাইটির মহাসচিব প্রফেসর আহমেদুল কবীর।

#

মাইদুল/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬৪৮

**মুজিববর্ষে আন্তর্জাতিক দাবা টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে বাংলাদেশ**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, মুজিববর্ষে বড় পরিসরে আন্তর্জাতিক দাবা টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে বাংলাদেশ। দাবা খেলায় উপমহাদেশে প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার আমাদের দেশের সন্তান। দেশে ইতোমধ্যে ১৪০০ জনের মতো স্বীকৃত দাবা খেলোয়াড় রয়েছে।

আজ রাজধানীর একটি হোটেলে  জয়তু শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক অনলাইন দাবা টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তব্যে একথা বলেন প্রতিমন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘ক্রীড়ার উন্নয়নে সরকার সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। আগে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে স্টেডিয়াম ছিল। কিন্তু এখন উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। ১২৫টি মিনি স্টেডিয়াম ইতোমধ্যে নির্মাণ হয়েছে। চলতি অর্থবছরে আরো ১৮৬টি নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।’

সমাপনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সাউথ এশিয়ান চেস কাউন্সিল ও বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সভাপতি ড. বেনজীর আহমেদ, কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সারাফাত ও বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শাহাব উদ্দিন শামীম উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন উপলক্ষে সাউথ এশিয়ান দাবা কাউন্সিল ও কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী এই দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করা হয়। স্বাগতিক বাংলাদেশসহ মোট ১৫টি দেশের ১৭জন গ্র্যান্ডমাস্টারসহ ৭৪জন দাবাড়ু এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

#

আরিফ/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৪৭

**দেশের অগ্রগতি ও শেখ হাসিনার প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্র থেমে নেই**

**-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর):

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের ধাবমান অগ্রগতিকে থমকে দিতে অতীতে দুর্নীতি-দুঃশাসনের মাধ্যমে অগ্রগতির চাকাকে ঘূর্ণায়মান চাকায় পরিণতকারীদের ষড়যন্ত্র এখনও থেমে নেই।’

আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে ২৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন উপলক্ষে ‘শেখ হাসিনার জীবন কথা’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের প্রাক্তন বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক নঈম নিজাম এবং গ্রন্থটির রচয়িতা সাংবাদিক শাবান মাহমুদ অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি ও তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছিল এবং দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুহত্যা সংঘটিত হয়। আজকেও বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, যারা দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি ও দেশেরও প্রতিপক্ষ, তারা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে। সে জন্যই মধ্যপ্রাচ্যে গোপন বৈঠক হয়, ঢাকা শহরেও বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরণের বৈঠক হয়।’

‘জননেত্রী শেখ হাসিনাকে তারা একে একে ১৯ বার হত্যা করার অপচেষ্টা চালিয়েছে, আজকেও নানা ষড়যন্ত্র আছে, এগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘জননেত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিনের আগের দিন আমাদের প্রত্যাশা, জননেত্রী শেখ হাসিনা আরো বহু বছর ধরে আমাদেরকে নেতৃত্ব দিতে থাকুন। তার হাত ধরে দেশ পৌঁছে যাক স্বপ্নের কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায়।’

‘প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার জীবন একটি সংগ্রামী জীবনের উপাখ্যান’ উল্লেখ করে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘এই সংগ্রাম যে শুধু বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর থেকে শুরু হয়েছে তা নয়, তার পুরো জীবনটাই সংগ্রামের। কারণ জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্মের সময় থেকে শুরু করে বেশিরভাগ সময়ই তার পিতা বঙ্গবন্ধুকে জেলখানাতেই থাকতে হয়েছে। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি হন। ১৯৮১ সালে ১৭ মে তিনি যেদিন দেশে আসেন, সেদিন অঝোরে বৃষ্টি আর মেঘের প্রচণ্ড গর্জন হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আকাশের এই প্রচণ্ড গর্জন যেন বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের প্রতি ধিক্কার দিচ্ছে আর বৃষ্টির অঝোর ধারা যেন ছিল বঙ্গবন্ধুকন্যাকে কাছে পেয়ে প্রকৃতির আনন্দাশ্রু বর্ষণ।’

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে জননেত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের ৪০ বছর পূর্ণ হবে এবং আগামী ১৭ মে তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ৪০ বছর পূর্ণ হবে উল্লেখ করে ‘এই ৪০ বছরের পথ চলায় আমরা কে কতটুকু তার সাথে থাকতে পেরেছি জানি না, কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা ঝড়-বৃষ্টি-আঁধার রাতে সমস্ত ঝঞ্ঝা-সংকট-সংগ্রামে বাঙালি জাতির পাশে থেকেছেন’ বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

-২-

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বারবার মৃত্যু উপত্যকা থেকে ফিরে এসে জননেত্রী শেখ হাসিনা কখনো বিচলিত হননি, দ্বিধান্বিত হননি। বরং আরো প্রত্যয়ী হয়ে আরো দীপ্ত পদভারে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের কাতার এগিয়ে নিয়েছেন। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, দেশের মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার হাত ধরে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা পেয়েছে, স্বল্পোন্নত থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। তার হাত ধরে বাংলাদেশ পৃথিবীর সামনে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের এই বদলে যাওয়ার উদাহরণ আজ সর্বজনগৃহীত, বিশ্বসভায় স্বীকৃত।’

তথ্যমন্ত্রী এ সময় ‘শেখ হাসিনার জীবন কথা’ গ্রন্থটির প্রশংসা করে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব শাবান মাহমুদকে গ্রন্থটি প্রণয়নের জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে যারা সবিস্তারে জানেন না, যারা শুধু তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই দেখেছেন, কিংবা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে দেখেছেন, তাদের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার আরো অনেক বিষয় জানার ক্ষেত্রে বইটি সহায়ক হবে।

প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী গ্রন্থকার শাবান মাহমুদের লেখা বইটির বিভিন্ন অধ্যায় বিশ্লেষণ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জানবার জন্য এটি একটি অনন্য গ্রন্থ। বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক তার বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জীবন সংগ্রাম ও নেতৃত্বের নানাদিক তুলে ধরেন ও গ্রন্থকারকে  ধন্যবাদ জানান। দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক নঈম নিজাম ‘শেখ হাসিনার জীবন কথা’ গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন, সহজপাঠ্য এ বইটি তথ্যভান্ডারকে সমৃদ্ধ করা এবং একইসাথে  প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জীবনের নানাদিক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

লেখক শাবান মাহমুদ তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ২৮ সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে উৎসর্গ করা তার এই গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ছায়াঘর প্রকাশিত শাবান মাহমুদের লেখা ‘শেখ হাসিনার জীবন কথা’ শীর্ষক ৩২০ পৃষ্ঠার বইটিতে ৮টি অধ্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর শৈশব থেকে বর্তমান সময়ের ঘটনা প্রবাহ এবং অনেক দুর্লভ আলোকচিত্র সন্নিবেশিত রয়েছে।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৯১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬৪৬

**ভার্চুয়াল কোর্টকে সাফল্যমণ্ডিত করতে আইনজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন**

**--- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগে তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকার কথা উল্লেখ করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে গতকাল পর্যন্ত ৫০ হাজারের অধিক মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। কারাগারগুলোতে ওভার পপুলেশনের সমস্যা নিরসন করা হয়েছে। তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল কোর্ট অনেক কার্যকরী ছিল। ভার্চুয়াল কোর্টকে আরো সাফল্যমণ্ডিত করতে গেলে বিচারক ও আইনজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

আজ ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মুন্সিগঞ্জে প্রায় ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আট তলাবিশিষ্ট চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আজ প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, ভার্চুয়াল কোর্টকে আরো সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রধান বিচারপতি যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তাতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করার জন্য আইসিটি বিভাগকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি দুই হাজার ৮০০ কোটি টাকার ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে যা এখন পরিকল্পনা কমিশনে আছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ৩১ লাখ মামলার জট থাকবে না।

মন্ত্রী বলেন, ৩১ লাখ মামলাজট নিয়ে সরকার অত্যন্ত সজাগ। এ জট নিরসন করা হবে। এ জট নিরসনের জন্য সরকার অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি আদালত সংখ্যা ও বিচারকের সংখ্যা বাড়াচ্ছে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া সরকার আইনি সহায়তা কার্যক্রমকে এখন ইউনিয়ন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মুন্সিগঞ্জের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ হোসনে আরা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য মৃণাল কান্তি দাস, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার, গণপূর্ত অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, জেলা প্রশাসক মোঃ মনিরুজ্জামান তালুকদার, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রোকেয়া রহমান, পুলিশ সুপার আব্দুল মোমেন, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি   
মোঃ জাকারিয়া মোল্লা প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

#

রেজাউল/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৪৫

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর):

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১০ হাজার ৬৮৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ২৭৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩ লাখ ৫৯ হাজার ১৪৮ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৩২ জন-সহ এ পর্যন্ত ৫ হাজার ১৬১ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২ লাখ ৭০ হাজার ৪৯১ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৪৪

**গ্রামোন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে পর্যটন সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে**

**-- পর্যটন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, গ্রামীণ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে পর্যটন সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

আজ বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০২০ উপলক্ষে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। উল্লেখ্য ‘গ্রামীণ উন্নয়নে পর্যটন’ প্রতিপাদ্য নিয়ে আজ সারা বিশ্বে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা গ্রাম উন্নয়নে ইতোমধ্যে অনেকগুলো যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। গ্রামীণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে তিনি নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহহীনদের ঘর তৈরি করে দিচ্ছেন। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তার উদ্যোগের ফলেই প্রতিটি গ্রামে এখন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, এলপি গ্যাস ও উচ্চগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দেয়া হয়েছে। আর্থিক সক্ষমতার উন্নয়নের কারণে গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়েছে। গ্রামীণ পর্যটন উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জন্য এই সুবিধাগুলো আরো সম্প্রসারিত করা সম্ভব হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, গ্রামীণ পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করে গ্রামীণ পর্যটনের উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে। গ্রামীণ জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গ্রামীণ পর্যটনের উন্নয়নে কমিউনিটি বেইজড পর্যটন প্রসারের জন্য কাজ চলমান রয়েছে। গ্রামের প্রান্তিক জনগণকে পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত করতে এবং পর্যটনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতে তাদের ভূমিকা নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিনিয়ত কাজ করছে।

মাহবুব আলী বলেন, বাংলাদেশের পর্যটন পণ্যের বিচিত্রতা ও সম্ভাবনা অনেক। বাংলাদেশের সৌন্দর্যের আধার গ্রাম অঞ্চলেই আমাদের অধিকাংশ পর্যটন আকর্ষণ অবস্থিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের এই সৌন্দর্যকে পৃথিবীর কাছে তুলে ধরার জন্যই ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মহিবুল হক প্রমুখ।

#

তানভীর/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৪৩

**রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকল বন্ধ কিংবা শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কোনো পরিকল্পনা নেই শিল্প মন্ত্রণালয়ের**

**-- শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

          শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকল বন্ধ কিংবা শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কোনো পরিকল্পনা শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেই। বরং চিনিকলগুলোর আধুনিকায়ন ও বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করে এগুলোকে লাভজনক করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। চিনিকলগুলো লাভজনক করতে ইক্ষু গবেষণা জোরদারের মাধ্যমে উন্নত জাতের আখ উৎপাদনের পাশাপাশি চিনিকলে পণ্য বৈচিত্র্যকরণের উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে বলে তিনি জানান।

মন্ত্রী আজ তাঁর মন্ত্রণালয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। এটি বাস্তবায়নে রাষ্ট্রায়ত্ত কোনো কারখানা বন্ধ করা হবে না। এসব কারখানায় নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির উদ্যোগ জোরদার করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন চিনিকলসহ রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেশনগুলোকে লাভজনক করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিসিআইসি’র আওতাধীন  গোডাউনসমূহে সংরক্ষিত সার যাতে সঠিকভাবে সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও বিতরণ করা হয় সেটি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। কোন ধরণের দুর্নীতি-অনিয়ম মেনে নেওয়া হবে না মর্মে হুঁশিয়ারি করে প্রতিমন্ত্রী আমদানিকৃত সার বিতরণে ওজনে কম হওয়া বন্ধে বাল্ক সার আমদানি না করে প্যাকেটবদ্ধ অবস্থায় আমদানি করার পরামর্শ দেন।

শিল্প সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে সভায় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও কর্পোরেশনের প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালকরা ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলেন।

#

মাসুম/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৪২

**ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সরকারি সেবা সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সহজ**

**- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, ডিজিটালাইজেশন এর মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সহজ হয়।

তিনি আজ মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অনলাইন সেবা কার্যক্রম myGov এর ভার্চুয়াল উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

ডিজিটালাইজেশনের ফলে সরকারের সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে বললে ভুল হবে, সরকারের সেবাসমূহ আজ জনগণের হাতের মুঠোয় বলে শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো: মাহবুব হোসেনের সভাপতিত্বে এ সময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়উল আলম, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ গোলাম ফারুক অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক প্রশাসন শাহেদুল খবীর।

জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ই-নথি ব্যবস্থাপনা ও পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল কনটেন্ট করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা সহজ করেছে। তিনি আরো বলেন, ১৮ হাজার সরকারি অফিসের সেবাসমূহ myGov অ্যাপের মাধ্যমে জনগণের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিতে কাজ করছে সরকার।

মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, প্রযুক্তি ব্যবহারে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি। বিশেষ করে সেবাদাতার মানসিকতা পরিবর্তন খুব দরকার। সেবাগ্রহীতাকেও জানতে হবে কিভাবে সেবাটি পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য myGov প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সব ধরনের সেবা পাওয়া যাবে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এ প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে ১৩০ ধরনের সেবা প্রদান করবে।

#

খায়ের/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/আসমা/২০২০/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৪১

**খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশ কৃষিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর):

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেন, কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনকে পর্যুদস্ত করেছে, মহাসংকটে ফেলেছে। ইতোমধ্যে পৃথিবীর অনেক দেশেই করোনার কারণে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপের ফলে করোনা, আম্পান ও দীর্ঘমেয়াদি বন্যা মোকাবিলা করে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রেখেছে। সামনের দিনগুলোতে খাদ্য উৎপাদনের এই ধারা অব্যাহত রাখা এবং তা আরও বেগবান করে খাদ্য ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলেকৃষিক্ষেত্রে সময়োপযোগী কার্যকর সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

কৃষিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় সভায় এ কথা বলেন।

প্রকল্প পরিচালকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নই শেষ কথা নয়, বরং যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল তার কতটুকু অর্জন হয়েছে তা মূল্যায়ন করে দেখতে হবে।  মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্প কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কতটুকু প্রভাব ফেলেছে এবং এগুলোর অর্জন কতটুকু  তা এখন থেকে তুলে ধরতে হবে। চাষিরা উদ্ভাবিত নতুন জাত ও প্রযুক্তি গ্রহণ করছে কিনা এবং উৎপাদন বাড়ছে কিনা তা জানাতে হবে।

সভায় জানানো হয়, চলমান ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২ হাজার ৩৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে।

সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: নাসিরুজ্জামান। এসময় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থাপ্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এডিপি সভা শুরুর আগে কৃষিমন্ত্রী অনলাইনে কৃষি তথ্য সার্ভিসের পাবনা আঞ্চলিক অফিসের উদ্বোধন করেন।

#

কামরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/শামীম/২০২০/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৪০

**সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কাজ করছে সরকার**

**- পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, সামুদ্রিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অভ নো গ্রাউন্ড এর ১ হাজার ৭৩৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। যা বিভিন্ন প্রজাতির বিপন্ন সামুদ্রিক ডলফিন, তিমি এবং হাঙ্গর-এর সংরক্ষণ ও বংশ বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে।

আজ ২৭ সেপ্টেম্বর সকালে বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে ‘সেভ আওয়ার সি’ আয়োজিত ‘আন্ডারওয়াটার ন্যাচার এক্সিবিশন এন্ড ডিসকাশন’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে সংযুক্ত থেকে তিনি এসব কথা বলেন।

সেন্টমার্টিন দ্বীপসংলগ্ন ১ হাজার ৭৪৩ বর্গ কি.মি. এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করার কার্যক্রম চলমান আছে উল্লেখ্য করে পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, বঙ্গোপসাগরে সার্বিক জীববৈচিত্র্য বিশেষ করে ডলফিন সংরক্ষণের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সমূদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সরকার সেন্টমার্টিন দ্বীপ, কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত এবং সুন্দরবনকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ইসিএ ঘোষণা করেছে। এসব এলাকায় পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমসহ পরিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, উপকূলের দূষণ প্রতিরোধে ৫২টি স্থানকে হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে দূষণ প্রতিরোধে কাজ করা হচ্ছে। সমূদ্রের বায়োডাইভার্সিটি এসেসমেন্টের জন্যও প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যটন প্রসঙ্গে পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করে আমাদের পর্যটনের প্রসার ঘটাতে হবে।

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান লেঃ কর্নেল (অবঃ) ফোরকান আহমদ, এলডিএমসি, পিএসসিএর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনলাইন এক্সিবিশন ও ওয়েবিনারে শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারি, অ্যাকুয়াকালচার এবং মেরিন সায়েন্স বিভাগের ডিন প্রফেসর ড. কাজী আহসান হাবিব, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ মুসলেম উদ্দিন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক রাকিব আহমদ পিএইচডি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিটাইম ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সৈয়দ রশিদুল হাসান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরের মৎস্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ দীনেশচন্দ্র সাহা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ওয়েবিনারটি পরিচালনা করেন সমুদ্র সংরক্ষণ বিষয়ক আয়োজক সংগঠন ‘সেভ আওয়ার সি’ এর সাধারণ মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক।

#

দীপংকর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/খোরশেদ/২০২০/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬৩৯

**আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ইউনেস্কোর অনুসরণে গৃহীত দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার (Access to Information in Times of Crisis)’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে এ অজানা ভাইরাস মোকাবিলার জন্য শুরু থেকেই সারা দেশের সম্মুখ যোদ্ধাদের সম্পৃক্ত করে আমি ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত থেকে মতবিনিময় করেছি। বিভিন্ন স্তরের জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করার, সকল কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বশীল রাখার প্রয়াস নিয়েছি। ব্যাপক সামাজিক বেষ্টনী রচনা করে, সর্বক্ষেত্রে প্রণোদনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সমুন্নত রাখায় ব্রতী হয়েছি।

আমরা জনগণের ক্ষমতায়ন ও সন্তুষ্টির জন্য ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ পাস এবং তথ্য কমিশন গঠন করেছি। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরাই প্রথম দেশে বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চালুর অনুমোদন দেই। বর্তমানে ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’ সফলতার সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহকে আরো বিস্তৃত করতে আমরা সরকারি টেলিভিশনের পাশাপাশি ৪৫টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, ২৮টি এফএম বেতার কেন্দ্র এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছি।

আওয়ামী লীগ সরকার নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪৬ হাজারের বেশি অফিসের তথ্য সম্বলিত বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন চালু করেছে। জেলা শহরগুলোর মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগ শহর ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। এখন ভিডিও কনফারেন্সিং এবং জুম অ্যাপসের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে তথ্য আদান প্রদান করা হচ্ছে। জনগণের তথ্যে অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াসে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের ৬৬৮৬টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করেছি। ফলে তথ্যসেবা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। আমরা বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের আগেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

আমি আশা করি, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সুবিধাদি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন ও সন্তুষ্টি নিশ্চিত হবে। প্রতিটি দেশ তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য আদান-প্রদান করে বিশ্বকে করোনা ভাইরাস মুক্ত করবে।

আমি ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০’-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/কুতুব/২০২০/১০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬৩৮

**আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য ‘তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার’ যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

তথ্য প্রাপ্তি ও জানা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। তথ্য মানুষকে সচেতন করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও দেশের জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতির জন্যই প্রণীত হয়েছে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’। এ আইন আবশ্যিকভাবে তথ্য প্রাপ্তিতে জনগণকে দিয়েছে আইনি ভিত্তি। এর ফলে সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহির পাশাপাশি দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে দায়িত্ব পালন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ রচিত হয়েছে।

এবছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস এমন একটি সময়ে উদযাপিত হচ্ছে যখন কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণে বাংলাদেশসহ পুরো বিশ্ব বিপh©স্ত। এই ক্রান্তিকালে তথ্যের অবাধ, সঠিক ও সময়োচিত প্রকাশ একদিকে যেমন জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে, অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের সুশাসন নিশ্চিত হবেঃ জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক সমুন্নত থাকবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য আমি সকলকে ধৈh© ও সাহসের সাথে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সংকট মোকাবিলায় এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

তথ্য অথিকার আইনের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে তথ্য কমিশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিরাজমান বাধাসমূহ দূর করতেও অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তথ্য কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জনগণকে তথ্য জানার অধিকার সম্পর্কে আরো সচেতন করবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/কুতুব/২০২০/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৩৭

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“শুভ জন্মদিন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জ্যেষ্ঠ কন্যা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁকে জানাই আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পরপরই ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর দেশের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক পরিবারে শেখ হাসিনার জন্ম। শৈশব থেকেই তিনি দেখেছেন তাঁর পিতা বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব, সংগ্রামী জীবন এবং দেশ ও গণমানুষের রাজনীতি। যুক্ত হয়েছেন ছাত্রলীগের রাজনীতিতে। সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনসহ বাঙালির অধিকার আদায়ের সকল লড়াই-সংগ্রামে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংগ্রামী, সাহসী। জাতির পিতার কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চলার পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। শহীদ হন তাঁর মা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, ভাই শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশু শেখ রাসেলসহ অনেক আপনজন। এ সময় তিনি ও তাঁর ছোটবোন শেখ রেহানা তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান। মা, বাবা, ভাইসহ আপনজনদের হারানো বেদনাকে বুকে ধারণ করে পরবর্তীতে ছয় বছর তাঁকে লন্ডন ও দিল্লীতে চরম প্রতিকূল পরিবেশে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে গ্রেনেড হামলাসহ বহুবার শেখ হাসিনার ওপর হামলা হয়েছে। মহান আল্লাহর অশেষ রহমতই তাঁকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেছে।

১৯৮১ সালে ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইতিহাসে এটি ছিল এক অনন্য মাইলফলক। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে স্বজন হারানো বেদনা বুকে নিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ মে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ’৯০-এর গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারের পতন হয়, বিজয় হয় গণতন্ত্রের।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। এ সময় তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি এবং প্রতিবেশী ভারতের সাথে গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম, ২০১৪ সালের   
৫ জানুয়ারি দশম এবং ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার টানা তিনবার ক্ষমতায় আসে। তিনি চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এসময় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকরসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম শুরু ও রায়ের বাস্তবায়ন, সমুদ্রে বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের অমিমাংসিত স্থল সীমানা নির্ধারণ তথা ছিটমহল বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হয়। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি জাতিকে অনেক দিয়েছেন, দিয়ে যাচ্ছেন।

চলমান পাতা/২

-২-

জাতির পিতার মতো শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেলসহ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মহাকাশে উৎক্ষেপিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বশান্তিতে বিশ্বাসী এবং নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর। তাইতো ২০১৭ সালে মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে দেশে আশ্রয় দিয়ে তিনি বিশ্বমানবতার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ জন্য তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ‘মাদার অব হিউম্যানিটি’ অভিধায় ভূষিত হয়েছেন। দুবাই ভিত্তিক প্রভাবশালী পত্রিকা Khaleej Times তাঁকে ‘New star of the East’ উপাধিতে ভূষিত করে তাঁর গতিশীল নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা, তথ্যপ্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নসহ দারিদ্র্যমোচনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি দেশি-বিদেশি অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এবং দেশের জন্য বয়ে এনেছেন বিরল সম্মান। দেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে তিনি ‘ভিশন ২০২১’ ও ‘ভিশন ২০৪১’ কর্মসূচিসহ ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীব মহাপরিকল্পনা’ (ডেল্টা প্লান ২১০০) গ্রহণ করেছেন। দেশ ও জনগণের জন্য তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

করোনা ভাইরাস মহামারি গোটা বিশ্বকে এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ অকালে ঝরে গেছে। বাংলাদেশেও অনেক রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি, চিকিৎসক, নার্সসহ নানা পেশার ও বয়সের মানুষ ইতোমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, অনেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। পাশাপাশি অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থান, বহির্গমন, আন্তর্জাতিক যোগাযোগসহ বিশ্বব্যাপী জীবনযাত্রা থমকে দাঁড়িয়েছে। এ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে উন্নত বিশ্ব যেখানে হিমসিম খাচ্ছে, সেখানে শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, সঠিক সিদ্ধান্ত ও অদম্য সাহসিকতায় বাংলাদেশ করোনা পরিস্থিতি সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করে যাচ্ছে। এ জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এ বছর জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ পালিত হচ্ছে। ২০২১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হবে। এ উদযাপন জাতির ইতিহাসে যুক্ত করবে নতুন মাইলফলক। জাতির পিতার মতোই শেখ হাসিনা গণমানুষের নেতা। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, গতিশীল নেতৃত্ব, মানবিক মূল্যবোধ দিয়ে তিনি শুধু দেশেই নন, বহির্বিশ্বেও অন্যতম সেরা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পেয়েছে স্বাধীনতা আর তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন সুখী-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলা’ গড়ার পথে।

আমি শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সকলের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, সুখ-সমৃদ্ধি ও অব্যাহত কল্যাণ কামনা করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভবিষ্যৎ চলার পথ সফল হোক, সার্থক হোক।

জয় বাংলা। খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/আসমা/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা